সোনালী ব্যাগ প্রকল্পটি ২০১৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে বিজেএমসি'র অধীনে ঢাকার ডেমরাস্থ লতিফ বাওয়ানী জুট মিলে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় দুই হাজার ব্যাগ উৎপাদনের সক্ষমতা নিয়ে প্রকল্পটি চালু রয়েছে। দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালী ব্যাগ উৎপাদনের নির্মিত্তে বিজেএমসি'র কর্তৃপক্ষ ২৪৬.৭৮ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেয়। এ লক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আশা করা যায় আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর এর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগের অধিকতর গবেষনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ৯৯৬.৮৯ (নয়শত ছিয়ানব্বই দশমিক উননব্বই) লক্ষ টাকার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য,এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৭২ টা দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে। শুধুমাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছেনা। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালী ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালী ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। জরুরী ভিত্তিতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজেএমসির স্টল পরিদর্শন করেন।

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী সোনালী ব্যাগ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

২৯/৭/১৯

ড. মোবারক আহমদ খান
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন.
আদমজী কোর্ট. মতিঝিল বা/এ.
ঢাকা-১০০০. বাংলাদেশ।